প্লে অফ নিশ্চিত করার লক্ষ্য সিলেটের

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নবম আসরে নিজেদের দশম ম্যাচে খুলনা টাইগার্সের মুখোমুখি হবে মাশরাফি-মুশফিকের সিলেট স্ট্রাইকার্স। এ ম্যাচে খুলনাকে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে চায় সিলেট। অন্য দিকে টানা দুই ম্যাচ হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তামিম-ইয়াসিরের খুলনা।

সোমবার (৩০ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিলেট ও খুলনার ম্যাচটি। ৯ ম্যাচে ৭ জয় ও ২ হারে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে সিলেট। আর মাত্র ১টি জয় পেলেই প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত হবে সিলেটের। ৭ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে নিজেদের মাঠে খেলতে নেমেই হোঁচট খায় সিলেট। রংপুর রাইডার্সের কাছে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারে তারা। স্বল্প পুঁজি নিয়েও সিলেটের বোলাররা লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত ৬ উইকেটে হার মানে সিলেট।

রংপুরের কাছে হারের পর শনিবার (২৮ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে দারুণ জয়ের স্বাদ পেয়েছে সিলেট। ওপেনার নাজমুল হোসেন শান্তর হাফ-সেঞ্চুরি এবং মুশফিকুর রহিম-জিম্বাবুয়ের রায়ান বার্লের ঝড়ো ইনিংসে ২ ওভার বাকী থাকতেই নিজ মাঠে প্রথম জয়ের স্বাদ পায় সিলেট। শান্ত ৪৪ বলে ৬০, বার্ল ১৬ বলে ৪১ ও মুশফিক ২৬ বলে অপরাজিত ৪১ রান করেন। এই ইনিংসের সুবাদে চলমান আসরে সর্বোচ্চ রানের মালিক হন শান্ত। ৯ ইনিংসে ৩টি হাফ-সেঞ্চুরিতে ৩৫০ রান করেছেন তিনি। ৭ ইনিংসে ৩টি অর্ধশতকে ৩০৬ রান নিয়ে রান সংগ্রহের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে নেমে যান ফরচুন বরিশালের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। বোলিং বিভাগে সিলেটকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলনেতা মাশরাফি বিন মর্তুজা। ৯ ইনিংসে ১২ উইকেট শিকার করেছেন তিনি। উইকেট শিকার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন ম্যাশ।

অন্য দিকে নিজেদের সর্বশেষ দুই ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ নিয়ে নিয়ে সিলেটের মুখোমুখি হবে খুলনা। শেষ দুটিতে ঢাকার বিপক্ষে ২৪ রানে ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কাছে ৪ রানে ম্যাচ হারে খুলনা। ঢাকার ছুঁড়ে দেয়া ১০৯ রানের টার্গেট স্পর্শ করতে পারেনি খুলনা।

মিরপুরের মাঠে ব্যাটারদের চরম ব্যর্থতায় ৮৪ রানে অলআউট হয় খুলনা। সিলেটের মাটিতে খেলতে নেমেও ভাগ্য বদলায়নি খুলনার। জয়ের কাছে গিয়েও হার এড়াতে পারেনি তারা। কুমিল্লার ১৬৫ রানের জবাবে ৬ উইকেটে ১৬১ রান করে খুলনা। খুলনার হয়ে এখন অবধি সর্বোচ্চ রান করেছেন ওপেনার তামিম ইকবাল। ৭ ইনিংসে ১৯৪ রান করলেও দলের জন্য বড় ভূমিকা রাখতে পারছেন না তামিম। খুলনার হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি পাকিস্তানের পেসার ওয়াহাব রিয়াজ। ৭ ইনিংসে ১৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি। যা এখন পর্যন্ত চলমান আসরে সর্বোচ্চ। ৭ ম্যাচে ২ জয় ও ৫ হারে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পঞ্চমস্থানে খুলনা।

সূত্র:ইত্তেফাক

উৎসব মূখর পরিবেশে কোটচাঁদপুর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরস্বতী পূজা উৎযাপন উপলক্ষে উৎসব মূখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

শনিবার বিকালে উপজেলার শিঙ্গিয়া বটতলা ঘাটে সিঙ্গিয়া আইপিএম কৃষি মোর্চা সহযোগিতায় ও সিঙ্গিয়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে স্থানীয় বলুহর বাঁওড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে মোট ৮ টি নৌকা অংশগ্রহন করে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামে শিঙ্গিয়া গ্রামের হালদার পাড়া এলাকার বাঁওড় পাড়ে। দূর দুরান্ত থেকে শুরু করে আশপাশের সব এলাকা থেকে সব বয়সী শত শত মানুষ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে আসেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে প্রতিযোগীরা অংশ এতে নেন।

বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বৈঠার ছপ ছপ শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এই নৌকা বাইচ এলাকাতে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।ছিলো দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়।

বলুহর ইউনিয়নে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসীন আলী, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার, বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, বলুহর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আকিমুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন মুকুল ও তার দল, রানার্সআপ ঝড়ু হালদার ও তারদল,তৃতীয় স্থান আনন্দ হালদার, শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ

আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসছে কোপা আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের সর্বোচ্চ সম্মানের কোপা আমেরিকার পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। যেখানে কনমেবল থেকে ১০টি ও কনকাকাফ অঞ্চল থেকে ৬টি দল অংশ নিবে।

উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান কনফেডারেশনের সর্বোচ্চ সংস্থা কনকাকাফের সঙ্গে মিলে আবারো যৌথভাবে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের সর্বোচ্চ সংস্থা কনমেবল এই কোপা আমেরিকা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের নতুন বিভিন্ন সমঝোতার অংশ হিসেবে যৌথ আয়োজনের এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কোপা

আমেরিকা ছাড়াও ক্লাব ও নারী ফুটবলেও এই দুই অঞ্চলের মধ্যে যৌথ বেশ কিছু টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।

কনমেবল প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো ডোমিনগুয়েজ জানিয়েছেন, দুটি সংস্থাই চাইছে আরো বেশি ও ভাল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাতে করে কার্যত ফুটবলের মান ও শক্তি দুটোই বৃদ্ধি পাবে। উভয় ফেডারেশনেরই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা রয়েছে। কিন্তু যৌথভাবে সবকিছু হলে এর থেকে আরো ভাল কিছু পাওয়া সম্ভব।

কনকাকাফের তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। দুই বছর আগে ১৬ দলের অংশগ্রহণে কোপা আমেরিকা আয়োজন নিঃসন্দেহে সমর্থক ও আয়োজকদের জন্য একটি এসিড টেস্ট হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বকাপের আয়োজক তিনটি দেশই প্রস্তুতিমূলক টুর্ণামেন্টের সুযোগ পাচ্ছে।

এর আগে ২০১৬ সালে কোপা আমেরিকার শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ আয়োজনটি যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হয়েছিল যেখানে কনকাকাফ’র দেশগুলো অংশ নিয়েছিল। আগামী বছরের কোপা আমেরিকার জন্য কনকাকাফ অঞ্চলের ৬টি দেশ ২০২৩/২৪ কনকাকাফ নেশন্স লিগ প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে বাছাই করা হবে। এই আয়োজনটি মূলত ইকুয়েডরের আয়োজিত হবার কথা থাকলেও তারা টুর্নামেন্ট আয়োজনে অপরাগতা জানায়।

কনকাকাফ আরো জানিয়েছে, আগামী বছর তারা ‘ফাইনাল ফোর’ আদলে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে যেখানে দুই অঞ্চলের শীর্ষ চারটি ক্লাব অংশ নিবে। এই চারটি ক্লাব চলমান কনমেবল ও কনকাকাফ ক্লাব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পুড়াপাড়া যুব সমাজের আয়োজনে উপজেলা সদরে পুড়াপাড়া রাজা ইটভাটা সংলগ্ন সামছুল উলুম শান্তিবাগ ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার মাঠে এই ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাবের সভাপতি শামসুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আলিম, জাহাঙ্গীর আলমসহ গ্রামের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

খেলায় যে দুটি দল অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন, পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ ও কেশবপুর একাদশ। ৫০ মিনিটের এই খেলায় কোন দলই গোল করতে না পারায় পুনরায় পাঁচ মিনিট এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়। তাতেও কোন দল গোল করতে না পারলে খেলা ট্রাইবেকারে গড়াই। কেশবপুর একাদশ ট্রাইবেকারে ২টি গোল দেয় এবং পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ ৩টি গোল দিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশ এবং রানার্স আপ হয় কেশবপুর একাদশ।

উক্ত সিক্স সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় পুড়াপাড়া জুনিয়র একাদশের তৌফিক রহমান। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি এবং নগদ ২ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অপরদিকে রানার্স আপ দলকে টফি এবং ১ হাজার ৫০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। খেলায় রেফারির দায়িত্ব পালন করেন আতিকুল ইসলাম রনি। সহকারী রেফারি দায়িত্ব পালন করেন মনিরুল ইসলাম ও মাসুদ রানা।

মুজিবনগর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ সিজন২ এর শুভ উদ্বোধন

“মাদক, দুর্নীতি ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং সুস্থ সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে রামনগর যুব সমাজের আয়োজনে, মুজিবনগর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ (সিজন ২) এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটের সময় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের রামনগর খেলার মাঠে এই প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ক্রিকেট লীগের উদ্বোধন করেন।
এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর থানা তদন্ত অফিসার আব্দুল আলিম, যশোর চৌগাছা উপজেলা কৃষি অফিসার মুসাব্বির হোসাইন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাবুব আলম রবি, যুবনেতা হাসানুজ্জামান লাল্টু, মুজিবনগর প্রিমিয়ার লিগের সমন্বয়কারী শাহাবুদ্দিন এবং আয়োজক কমিটি সদস্য শামীম শিশির, তারিকুল ইসলাম, মাইদুল ইসলাম, জাহিদ, হাবিবুর, সবুজ, আব্দুল মালেক, মজিবুল ইসলাম, আব্দুল মহিদ মোল্লা, সোহেল রানা।

উদ্বোধনের শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্রিকেট লীগের আয়োজক কমিটির সদস্য বৃন্দ। পরে প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্যাট দিয়ে বল মেরে খেলার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী খেলায় একদিকে অংশগ্রহণ করে আনন্দবাস থেকে একাদশ অপরদিকে মেহেরপুর পৌর ২ নম্বর ওয়ার্ড ক্রিকেট একাদশ।

উদ্বোধনী খেলায় আনন্দবাস একাদশ টসে জিতে ব্যাট নিয়ে ১২২ রান করে জবাবে মেহেরপুর পৌর ২ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ১১৬ রান করতে সক্ষম হয়। ৬ রানে জয় পায় আনন্দবাস একাদশ। খেলাটি পরিচালনা করেন, আব্দুস সালাম মোল্লা ও হারুনুর রশিদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনা এবং খেলার ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন শামীম শিশির এবং তারিকুল ইসলাম।

এবারের মুজিবনগর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের নক আউট ভিত্তিক খেলায় ৩২টি দল অংশগ্রহন করছে।

ঘরের মাঠে শত রানও করতে পারলো না সিলেট

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে নিজেদের মাঠে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পরে সিলেট স্ট্রাইকার্স। রংপুর রাইডার্সকে ৯৩ রানের টার্গেট দিয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। শুক্রবার (২৭ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে সিলেটকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে সিলেট স্ট্রাইকার্স।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৪ রানে টম মোরেসের উইকেট হারায় সিলেট। ৭ বলে ২ রান করে আউট হন টম মোরেস। এরপর দলীয় ১২ রানে আরও চার ব্যাটারকে হারায় সিলেট। ওপেনার নাজমুল শান্ত ৯ বলে ৯ রান করে সাজঘরে ফেরার পর তিন ব্যাটার সাজঘরে ফিরেন খালি।

জাকির হাসান, তৌহিদ হ্রদয় ও মুশফিকুর রহিম রানের খাতা না খুলেই আউট হন। শুরুর ধাক্কা আর সামাল দিতে পারেনি সিলেটের ব্যাটাররা। এরপর দলীয় ১৭ ও ১৮ রানে আরও দুই ব্যাটারকে হারায় সিলেট। ১০ বলে ৩ রান করে থিসারা পেরেরা ও ১১ বলে ১ রান করে আউট হন ইমাদ ওয়াসিম।

এরপর অষ্টম উইকেট জুটিতে তানজীম হাসান সাকিব ও অধিনায়ক মাশরাফি

মিলে ৪৮ রানের জুটি গড়েন। তবে দলীয় ৬৬ রানে ২১ বলে ২১ রান করে আউট হন মাশরাফি। এরপর ক্রিজে আসা মোহাম্মদ আমিরকে সঙ্গে নিয়ে আরও আরও ১৯ রান যোগ করেন তানজিম।

তবে দলীয় ৮৫ রানে দলের ৩৬ বলে ৪১ রান করে আউট হন তানজীম হাসান সাকিব। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে সিলেট স্ট্রাইকার্স। রংপুর রাইডার্সের পক্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও হাসান মাহমুদ নেন ৩টি করে উইকেট।

বর্ষসেরা ক্রিকেটার বাবর আজম

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) ২০২২ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি জিতেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) আইসিসি তাদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করে।

২০২২ সাল স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন বাবর আজম। ব্যাট হাতে সব মিলিয়ে ৪৪ ম্যাচ খেলে ৫৪.১২ গড়ে ৮টি সেঞ্চুরি ও ১৫টি ফিফটিতে করেছেন ২৫৯৮ রান। আর এমন পারফরম্যান্সে পুরস্কারস্বরূপ বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব পেলেন বাবর আজম। ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস, জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা ও নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদিকে পেছনে ফেলে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি জিতেছেন বাবর।

এর আগে ২০২২ সালের ওয়ানডে বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন পাকিস্তানের এই অধিনায়ক। এই নিয়ে টানা দুইবার ওয়ানডে বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন বাবর। ২০২২ সালে ৯টি এক দিনের ম্যাচ খেলে ৩টি শতক ও ৫টি অর্ধশতকে ৬৭৯ রান করেন বাবর আজম।

দামুড়হুদায় উপজেলা পর্যায়ে শেখ কামাল আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা ও পুরুষ্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় উপজেলা পর্যায়ে শেখ কামাল আন্তঃস্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার মোট ২৮৮ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতা অংশ নেয়। খেলা শেষে বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু। বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমারদাস, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম।

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, হাউলী ইউপি চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল। উপস্থিত ছিলেন মোক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বকতিয়ার উদ্দিন, জয়রামপুর ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদরাসার সহকারী সুপার জয়নাল আবেদীনসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

খেলা পরিচালনা করেন ক্রীড়া শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, আশাদুল হক, সামসুল হক, আব্দুল খালেক, ইউসুফ আলী, মাহমুদুল হাসান, ইব্রাহিম হোসেন, কামাল হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, তিতুয়ার রহমান, জহির রায়হান ও জাফর আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।

ইমরুলকে ছাড়িয়ে বাবরের পাশে গিল

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন ভারতীয় তরুণ তারকা ওপেনার শুভমান গিল।

তিন ম্যাচে এক ডাবল আর এক সেঞ্চুরিতে ৩৬০ রান করেন শুভমান গিল। এই রান করার পথে বাংলাদেশ দলে ‘সাবেক’ হয়ে যাওয়া তারকা ওপেনার ইমরুল কায়েসকে ছাড়িয়ে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের রেকর্ডে ভাগ বসান গিল।

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৩৬০ রান করেছিলেন পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান বাবর আজম। সেই সিরিজে তিনি সব ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিলেন।

তিন ম্যাচ সিরিজের রেকর্ড রান করার তালিকায় দ্বিতীয় পজিশনে আছেন বাংলাদেশের ইমরুল কায়েস। ২০১৮ সালে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে দুই সেঞ্চুরিতে ৩৪৯ রান করেছিলেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম খেলায় হায়দরাবাদে শুভমান গিল সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরির করেন। সেই ম্যাচে ১৪৯ বলে ১৯টি চার আর ৯টি ছক্কার সাহায্যে গিল খেলেন ২০৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস।

রায়পুরে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দলকে জয় উপহার দিয়ে ৬ চারে ৪০ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন গিল।

মঙ্গলবার ইনডোরের হলকার স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৭৮ বলে ১৩টি চার আর ৫টি ছক্কার সাহায্যে শুভমান খেলেন ১১২ রানের ইনিংস। ওয়ানডে ক্রিকেটে এটা তার চতুর্থ সেঞ্চুরি।

তিন ম্যাচে ২০৮, ৪০* ও ১১২ রানের ইনিংস খেলার মধ্য দিয়ে সিরিজে

সর্বোচ্চ ৩৬০ রান করেন ভারতীয় এই তারকা ওপেনার। এই রান করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের রেকর্ডে ভাগ বসান গিল।

দামুড়হুদায় শেখ কামাল আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সভাপতিত্বে শেখ কামাল আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, খেলা ধুলায় হলো লেখা পড়ার পাশাপাশি একমাত্র মেধা বিকাশের হাতিয়ার, সাকিব মাশরাফিরা যেমন আমাদের দেশটাকে বিশ্বের বুকে পরিচয় দান করিয়েছে, সুতরাং আগামী দিনগুলোতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এভাবে তৃণমূল পর্য়ায় থেকে এমন প্রতিযোগিতার মাধ্যম ঘরে ঘরে সাকিব মাশরাফি তৈরি করতে হবে।

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা সরঃ পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, মুক্তারপুর নিম্ন মাধ্যমিক গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক বখতিয়ার হোসেন, কোনিয়া চাঁদপুর মাদ্রাসার সুপার সামসুল ইসলাম।

এই টুর্নামেন্টের সকল খেলা পরিচালনা করেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ইকবাল হোসেন, দামুড়হুদা ডি.এস দাখিল মাদ্রাসার ক্রীড়া শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, বিশিষ্ট

ক্রীড়া সংগঠক ইউসুফ আলী প্রমূখ।